“চেতনার আরোহন ও পতনের উপাখ্যান”

সূরা আল-আ‘রাফ ৭:১৭৬–১৭৮ : মানুষের অন্তর্জগত, প্রবৃত্তি ও সত্যসন্ধানের দার্শনিক বিশ্লেষণ।

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের নিদর্শনাবলী দ্বারা তাকে উন্নত করতাম, কিন্তু সে তার অসৎ প্রবৃত্তির অনুসরণে এই জীবনকেই আঁকড়ে ধরেছিল। তার উদাহরণ হলো একটি কুকুরের মতো: যদি তুমি তাকে তাড়িয়ে দাও, সে হাঁপায়, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, সে তখনও হাঁপায়। যারা আমাদের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য এটাই উদাহরণ। সুতরাং তাদেরকে অতীতের কাহিনী শোনাও, তাহলে হয়তো তারা চিন্তা করবে।

سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا۟ يَظْلِمُونَ

যারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা কী জঘন্য দৃষ্টান্ত! তারা কেবল নিজেদের আত্মার প্রতিই অবিচার করেছে।

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِى ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সে-ই প্রকৃত পথপ্রাপ্ত। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট হতে দেন, তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।

ভূমিকা-মানুষের ইতিহাস শুধু সভ্যতার ইতিহাস নয়, এটি চেতনারও ইতিহাস। মানুষ কেবল পৃথিবীতে হাঁটা একটি জৈবিক সত্তা নয়; সে এমন এক রহস্যময় অস্তিত্ব, যার

ভিতরে একই সঙ্গে আলো ও অন্ধকার, আরোহন ও পতন, ফেরেশতাসুলভ নির্মলতা এবং প্রবৃত্তির গভীর টানাপোড়েন সক্রিয় থাকে।

পৃথিবীর সমস্ত বাহ্যিক যুদ্ধের আগে মানুষের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ শুরু হয় তার নিজের ভিতরে। একদিকে সত্য, বিনয়,ভালোবাসা,ন্যায় ও আত্মসচেতনতার আহ্বান অন্যদিকে অহংকার, লোভ, ক্ষমতার নেশা ও অন্তহীন ভোগের আকর্ষণ।

Qur'an-এর সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৭৬–১৭৮ এই বাক্যগুলো অন্তর্জাগতিক সংঘাতকে এমন গভীর প্রতীকে প্রকাশ করেছে, যা শুধু ধর্মীয় উপদেশ নয়; বরং মানবমন, অস্তিত্ব এবং চেতনার এক অনন্ত মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক মানচিত্র।

এখানে "*উন্নীত হওয়া*" মানে বাহ্যিক পদমর্যাদা নয়-চেতনার উন্মেষ। এখানে "*পতন*" মানে শুধু পাপ নয়-নিজের উচ্চতর সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলা।

এখানে "*কুকুরের মতো হাঁপানো*" কোনো প্রাণীর অবমাননা নয়-বরং এমন এক অতৃপ্ত মানসিক অবস্থার প্রতীক,যেখানে মানুষ যত পায়,ততই ভিতরে শূন্যতা বাড়ে। এই আয়াতগুলো আমাদের শেখায়-

বাহ্যিক সাফল্য সবসময় অন্তরের শান্তি দেয় না।

সত্য অস্বীকারের সবচেয়ে বড় ক্ষতি মানুষ নিজেই বহন করে। আত্মার ক্ষুধা শুধু বস্তু দিয়ে পূর্ণ হয় না। হৃদয়ের বিশুদ্ধতা ছাড়া সত্য উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আজকের আধুনিক পৃথিবীতে, যেখানে মানুষ প্রযুক্তিতে উন্নত কিন্তু অন্তরে ক্রমশ নিঃসঙ্গ, সংযুক্ত কিন্তু গভীরভাবে বিচ্ছিন্ন, সফল কিন্তু অস্থির-এই আয়াতগুলোর গভীরতা আরও বিস্ময়করভাবে সত্য হয়ে ওঠে।

কারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত শুধু বাঁচতে চায় না-

- সে অর্থপূর্ণভাবে বাঁচতে চায়।
- সে শুধু সম্পদ চায় না-শান্তিও চায়।
- সে শুধু পরিচিত হতে চায় না-বোঝা হতেও চায়।
- সে শুধু পৃথিবী জয় করতে চায় না-নিজেকেও খুঁজে পেতে চায়।

এই প্রবন্ধ তাই কেবল ধর্মীয় ব্যাখ্যা নয়-এটি মানুষের অন্তর্জগতের আয়না। এটি আত্মার আর্তনাদ, চেতনার সম্ভাবনা এবং সত্যের পথে ফিরে আসার এক গভীর আহ্বান।

Qur'an -সূরা ৭: ১৭৬ বাক্যের তরজমা-

"যদি অস্তিত্বের পরম সত্যের বিধান অনুযায়ী সে নিজের চেতনাকে উন্মুক্ত রাখত, তবে সেই সত্য তাকে উচ্চতর উপলব্ধি ও মর্যাদায় উন্নীত করত। কিন্তু সে নিজের চেতনাকে নিচের স্তরের আকর্ষণে আবদ্ধ করল এবং ক্ষণস্থায়ী প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। ফলে তার অবস্থা এমন এক অতৃপ্ত সত্তার মতো হয়ে গেল যাকে নিবৃত্ত করলেও অস্থির, আবার ছেড়ে দিলেও অস্থির। এ হচ্ছে সেইসব মানুষের প্রতীক, যারা অস্তিত্বের গভীর সত্যের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে। তাই এই কাহিনি বর্ণনা কর, যাতে তারা আত্মসচেতন হয়ে চিন্তা করতে পারে।"

এখানে *"আল্লাহ অর্থাৎ মানুষের কর্মশক্তি তাকে উঁচু করতেন"* বলতে কোনো বাহ্যিক পুরস্কার নয় বরং চেতনার বিবর্তন বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ: যখন মানুষ সত্য,জ্ঞান,বিনয় ও অন্তর্দর্শনের পথে চলে-তখন তার চেতনা উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়।

কিন্তু যখন সেই অহংকারে,বস্তুবাদে,ক্ষমতার নেশায়, প্রবৃত্তির দাসত্বে আটকে যায়,তখন তার ভিতরের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়।"কুকুরের মতো হাঁপানো" কুকুর হলো প্রতীক -এটি কোনো প্রাণী অপমান নয়। এটি মানুষের "অতৃপ্ত চেতনা"-র প্রতীক।

আজকের ভাষায়:-মানুষ যত পায়,তত আরো চায়। কারণ ভিতরের শূন্যতা বাইরের বস্তু দিয়ে পূর্ণ হয় না।

- Endless Craving- এন্ডলেস ক্রেভিং অর্থাৎ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা / শেষহীন চাওয়া - এটি এমন এক মানসিক অবস্থা,যেখানে মানুষ কোনো কিছু পাওয়ার পরও পূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করে না। এক ইচ্ছা পূরণ হলে আরেকটি ইচ্ছা জন্ম নেয়। মন তখন শান্তির বদলে সবসময় "আরও কিছু" খুঁজতে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটি অনেক সময় অভ্যন্তরীণ শূন্যতা, নিরাপত্তাহীনতা বা আত্মপরিচয়ের সংকটের সাথে যুক্ত।

- Psychological Emptiness-সাইকোলজিক্যাল এম্পটিনেস-মানসিক শূন্যতা / মনস্তাত্ত্বিক শূন্যবোধ- এটি এমন এক অনুভূতি,যেখানে বাহ্যিকভাবে সবকিছু ঠিক থাকলেও ভিতরে এক ধরনের অর্থহীনতা বা ফাঁপা অনুভূতি কাজ করে। মানুষ তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন,অপূর্ণ বা আবেগগতভাবে নিঃসঙ্গ মনে করতে

পারে। এটি কখনও দীর্ঘ একাকীত্ব, দমিত আবেগ বা জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলার ফলেও তৈরি হয়।

- Compulsive Desire-কমপালসিভ ডিজায়ার অর্থাৎ বাধ্যতামূলক আকাঙ্ক্ষা / নিয়ন্ত্রণহীন তীব্র চাওয়া- এটি এমন এক প্রবল ইচ্ছা,যা মানুষ জানে ক্ষতিকর হতে পারে,তবুও নিজেকে থামাতে পারে না। যেমন-অতিরিক্ত ভোগ, আসক্তি, অযৌক্তিক সম্পর্ক, বা ক্ষমতার লোভ। এখানে ইচ্ছা শুধু চাওয়া নয়, বরং মানসিক বাধ্যবাধকতার রূপ নেয়। মন তখন স্বাধীনভাবে নয়, প্রবৃত্তির চাপে কাজ করতে শুরু করে।

- Existential Restlessness-এক্সিস্টেনশিয়াল রেস্টলেসনেস-অস্তিত্বগত অস্থিরতা / সত্তাগত অশান্তি। এটি মানুষের গভীর সেই প্রশ্নগুলোর অস্থিরতা-"আমি কে?""জীবনের প্রকৃত অর্থ কী?" "শুধু বেঁচে থাকাই কি যথেষ্ট?" যখন মানুষ বাহ্যিক সফলতা পেয়েও ভিতরে শান্তি খুঁজে পায় না,তখন এই অস্তিত্বগত অস্থিরতা জন্ম নেয়। দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এটি মানুষের আত্মসচেতনতার গভীর সংকেত হিসেবেও দেখা হয়।

Qur'an সূরা ৭:১৭৭ তরজমা-

" অত্যন্ত করুণ ও বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে সেইসব মানুষ,যারা অস্তিত্বের গভীর সত্য ও মহাজাগতিক নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে। বাস্তবে তারা অন্য কারও ক্ষতি করে না-বরং নিজেদের চেতনাকেই বিকৃত ও আহত করে।"

এখানে "*জুলুম*" শুধু নৈতিক অপরাধ নয়।এটি-আত্মার বিরুদ্ধে সহিংসতা,নিজের চেতনাকে অন্ধ করা,নিজের সম্ভাবনাকে ধ্বংস করা। অর্থাৎ মিথ্যা মানুষকে বাইরের আগে ভিতরে ধ্বংস করে।

Qur'an সূরা ৭:১৭৮ - তরজমা"

"যে ব্যক্তি পরম সত্যের দিকে আন্তরিকভাবে নিজেকে উন্মুক্ত করে,সে-ই প্রকৃত পথপ্রাপ্ত। আর যে ব্যক্তি নিজের অহং,অন্ধ আসক্তি ও প্রবৃত্তির কারণে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে,তারাই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।"

এখানে "*আল্লাহ পথ দেখান*" অর্থাৎ মহাবিশ্বের সত্যের সাথে যে ব্যক্তি নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, সে ধীরে ধীরে সত্য উপলব্ধি করতে শুরু করে। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও অন্ধ প্রবৃত্তিতে ডুবে যায়,তার উপলব্ধি বিকৃত হতে থাকে।

অর্থাৎ: "হেদায়েত" কোনো ধর্মীয় লেবেল নয় এটি চেতনার স্বচ্ছতা। এই তিন আয়াতের সমন্বিত গভীর সত্য এই আয়াতগুলো মূলত বলছে:

- মানুষের ভিতরে উচ্চতর চেতনায় উন্নীত হওয়ার ক্ষমতা আছে- মানুষ শুধু মাংস,হাড়,রক্ত বা জৈবিক যন্ত্র নয়। মানুষের ভিতরে এমন এক ক্ষমতা আছে-যা তাকে শুধু বেঁচে থাকার স্তর থেকে "অর্থপূর্ণভাবে বাঁচার" স্তরে উন্নীত করতে পারে। একটি বীজের দিকে তাকান। একটি ছোট বীজের ভিতরে বিশাল বৃক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা লুকানো থাকে। কিন্তু বাইরে থেকে তাকালে সেটি শুধু একটি ক্ষুদ্র দানা। মানুষও তেমন।

- একজন মানুষ: নিষ্ঠুর হতে পারে,আবার অসীম দয়ালুও হতে পারে। লোভী হতে পারে,আবার আত্মত্যাগীও হতে পারে। ধ্বংস করতে পারে,আবার সভ্যতাও গড়তে পারে। এই "উচ্চতর চেতনা" কী? এটি এমন এক অবস্থা- যেখানে মানুষ: শুধু নিজের লাভ নয়,সত্যের কথাও ভাবে,শুধু ভোগ নয়, অর্থও খোঁজে,শুধু শরীর নয়, আত্মাকেও অনুভব করে,শুধু "আমি" নয়, "আমরা" বুঝতে শেখে।

- বাস্তব উদাহরণ:একজন মা রাতভর জেগে অসুস্থ সন্তানের সেবা করেন। তার শরীর ক্লান্ত হয়,কিন্তু হৃদয় শান্ত থাকে। কেন? কারণ ভালোবাসা মানুষকে প্রবৃত্তির স্তর থেকে উচ্চতর চেতনায় তুলে আনে। আবার একজন বিজ্ঞানী বহু বছর গবেষণা করেন মানবতার কল্যাণের জন্য। তিনি শুধু অর্থের জন্য কাজ

করেন না-তিনি সত্য আবিষ্কারের আনন্দে বাঁচেন। এটাই মানুষের উচ্চতর সম্ভাবনা।

কিন্তু প্রবৃত্তি ও অহংকার সেই সম্ভাবনাকে নিচে নামিয়ে আনে- কারণ মানুষের ভিতরে যেমন আলো আছে, তেমনি অন্ধকারও আছে। এই অন্ধকারের বড় দুই শক্তি: প্রবৃত্তির দাসত্ব অহংকার প্রবৃত্তি নিজে খারাপ নয়-ক্ষুধা,ঘুম, যৌনতা,নিরাপত্তা- এসব মানবজীবনের অংশ।সমস্যা শুরু হয় তখন,যখন মানুষ প্রবৃত্তির মালিক না হয়ে দাস হয়ে যায়।

- যখন: অর্থ মানুষের প্রয়োজন থেকে লোভে পরিণত হয়,আত্মসম্মান অহংকারে রূপ নেয়,ভালোবাসা মালিকানায় পরিণত হয়,ক্ষমতা দায়িত্ব না হয়ে নেশা হয়ে যায়। অহংকারের ভয়ংকর দিক হলো এটি মানুষকে সত্যের বিরুদ্ধে অন্ধ করে দেয়। অনেক সময় মানুষ ভুল বুঝতে পারে, কিন্তু স্বীকার করে না। কারণ তার অহং বলে: "আমি ভুল হতে পারি না।"

- বাস্তব উদাহরণ:একজন ধনী ব্যবসায়ী কোটি টাকা অর্জন করলেন। কিন্তু তার অহংকার এত বেড়ে গেল যে তিনি পরিবার, বন্ধুত্ব, মানবিকতা সব হারালেন। বাইরে তিনি সফল, কিন্তু ভিতরে একা। এটাই অহংকারের ট্র্যাজেডি।

অন্তহীন ভোগ মানুষের ভিতরের শূন্যতা পূরণ করতে পারে না এটি আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় সংকটগুলোর একটি।মানুষ ভাবে: আরেকটু টাকা,আরেকটু খ্যাতি,আরেকটু সৌন্দর্য, আরেকটু ক্ষমতা পেলেই শান্তি আসবে।

- কিন্তু বাস্তবতা হলো: বাইরের জিনিস সাময়িক উত্তেজনা দেয়,স্থায়ী পরিপূর্ণতা নয়। একটি নতুন ফোন কিনলে কিছুদিন আনন্দ হয়। তারপর আবার নতুন কিছুর আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। কারণ মানুষের ভিতরের গভীর শূন্যতা বস্তু দিয়ে পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ শরীরের ক্ষুধা খাদ্যে মেটে,কিন্তু আত্মার ক্ষুধা অর্থপূর্ণতা ছাড়া মেটে না।

- **বাস্তব উদাহরণ:** বিশ্বের বহু বিখ্যাত মানুষ খ্যাতি,অর্থ, ক্ষমতা থাকার পরও অবসাদে ভুগেছেন। কারণ- বাহ্যিক সাফল্য সবসময় অন্তরের শান্তি দেয় না।

মানুষের ভিতর এমন এক আকাঙ্ক্ষা আছে-যা শুধু ভোগ নয়,অর্থ, ভালোবাসা,সত্য ও গভীর সংযোগ চায়।

সত্য অস্বীকারের সবচেয়ে বড় ক্ষতি মানুষ নিজেই বহন করে। সত্যকে অস্বীকার করা মানে শুধু কোনো তথ্য না মানা নয়। এটি নিজের চেতনাকে বিকৃত করা।

- **যখন মানুষ:** নিজের ভুল জেনেও ঢেকে রাখে,অন্যায় জেনেও চালিয়ে যায়,বিবেকের কণ্ঠ চাপা দেয়,তখন সে ভিতরে ভিতরে ভেঙে যেতে শুরু করে। মিথ্যা শুধু সমাজকে দূষিত করে না-মানুষের আত্মাকেও দুর্বল করে।

- **বাস্তব উদাহরণ:** যে ব্যক্তি প্রতারণা করে ধনী হয়েছে, সে বাইরে শক্তিশালী মনে হতে পারে। কিন্তু ভিতরে-

ভয়,অস্থিরতা,সন্দেহ,নিরাপত্তাহীনতা তাকে গ্রাস করে। কারণ সত্যের বিরুদ্ধে জীবন দীর্ঘমেয়াদে অন্তরকে অসুস্থ করে তোলে।

আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব বাহ্যিক নয়-এটি অন্তরের বিকৃতি। চোখ থাকলেই মানুষ "দেখে" না। অনেক মানুষ:প্রকৃতি দেখে,কিন্তু বিস্ময় অনুভব করে না। মানুষ দেখে,কিন্তু মানবতা দেখে না। জ্ঞান পড়ে,কিন্তু সত্য উপলব্ধি করে না। আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব মানে-অন্তরের অনুভূতির মৃত্যু।

- **যখন মানুষ:** শুধুই লাভ দেখে,শুধুই প্রতিযোগিতা দেখে, শুধুই ভোগ দেখে,তখন ধীরে ধীরে তার হৃদয়ের সূক্ষ্মতা নষ্ট হয়ে যায়। বাস্তব উদাহরণ:একটি ছোট শিশু আকাশের তারা দেখে বিস্মিত হয়।কিন্তু অনেক বড় মানুষ কোটি তারা দেখেও কোনো অনুভূতি পায় না। কেন? কারণ শিশুর হৃদয় এখনো জীবন্ত।

আর অনেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের হৃদয় যান্ত্রিক হয়ে গেছে। সত্য উপলব্ধির জন্য শুধু তথ্য নয়-অন্তরের বিশুদ্ধতাও প্রয়োজন। এটি অত্যন্ত গভীর সত্য। কারণ মানুষ শুধু যুক্তির প্রাণী নয়-মানুষ অনুভূতিরও প্রাণী। অনেক সময় মানুষ তথ্য জানে,তবুও সত্য

উপলব্ধি করতে পারে না। কেন? কারণ-অহংকার,হিংসা,লোভ,ভয়,স্বার্থ চেতনাকে বিকৃত করে দেয়। অন্তরের বিশুদ্ধতা মানে-সত্যকে গ্রহণ করার সাহস,ভুল স্বীকারের বিনয়,অন্যের কল্যাণ অনুভবের ক্ষমতা,হৃদয়ের স্বচ্ছতা।

> বাস্তব উদাহরণ: দুই ব্যক্তি একই সূর্যাস্ত দেখে। একজন শুধু আলোর পরিবর্তন দেখে। আরেকজন গভীর সৌন্দর্য অনুভব করে নীরব হয়ে যায়।পার্থক্য কোথায়? চোখে নয় চেতনায়।

শিক্ষামূলক উপসংহার-

মানুষ কেবল মাটির গড়া নয়-তার ভিতরে নক্ষত্রেরও আহ্বান আছে। তার চোখে শুধু পৃথিবীর ধূলি নয়- অদৃশ্য সত্য দেখার সম্ভাবনাও আছে। কিন্তু যখন হৃদয় অহংকারের ভারে কঠিন হয়ে যায়, যখন আত্মা ভোগের অন্তহীন ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন বাহ্যিক আলো থেকেও অন্তরের আকাশ অন্ধকার হয়ে যায়। মানুষ তখন দৌড়ায়-আরও সম্পদের দিকে, আরও ক্ষমতার দিকে,আরও প্রশংসার দিকে- তবুও রাতের গভীরে নিজের নিঃশব্দ শূন্যতার কাছে হেরে যায়। কারণ আত্মার ক্ষুধা বস্তু দিয়ে মেটে না। হৃদয়ের অস্থিরতা অহংকার দিয়ে শান্ত হয় না। অস্তিত্বের প্রশ্ন-ভোগের শব্দে চাপা পড়ে না। সত্য থেকে দূরে গেলে মানুষ প্রথমে পৃথিবী হারায় না- সে হারায় নিজের ভিতরের আলো। আর যে মানুষ-নিজের অন্তরকে সত্যের জন্য উন্মুক্ত রাখে- সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে পরিবর্তিত হতে থাকে। তার চোখে সৃষ্টি বিস্ময় হয়ে ওঠে,তার হৃদয়ে করুণা জন্মায়, তার অহং বিনয়ে গলে যায়,তার ভোগের ক্ষুধা অর্থপূর্ণতার তৃষ্ণায় রূপ নেয়। তখন সে বুঝতে শেখে-শান্তি মানে সবকিছু পাওয়া নয়, বরং নিজের ভিতরের অন্ধকারকে জয় করা। সত্যিকারের সফলতা-মানুষ কত উঁচুতে উঠল তাতে নয়-বরং সে নিজের আত্মাকে কতটা নির্মল রাখতে পারল, তাতে।

Qur'an-এর এই বাক্য গুলো তাই শুধু অতীতের কাহিনি নয়-এগুলো প্রতিদিনের মানুষের গল্প।

আমাদের গল্প। আমাদের হৃদয়ের যুদ্ধের গল্প।এবং হয়তো এ কারণেই- মানুষের সবচেয়ে বড় যাত্রা- পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নয়, বরং নিজের অন্তরের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

* মোস্তফা বিন মালেক * 18 May 2026